



Fiqh 101

كتاب الصلاة

RULING OF SALAT

SPEAKER: ARIFUL ISLAM

فقه الصلاة
FIQHUS SALAT

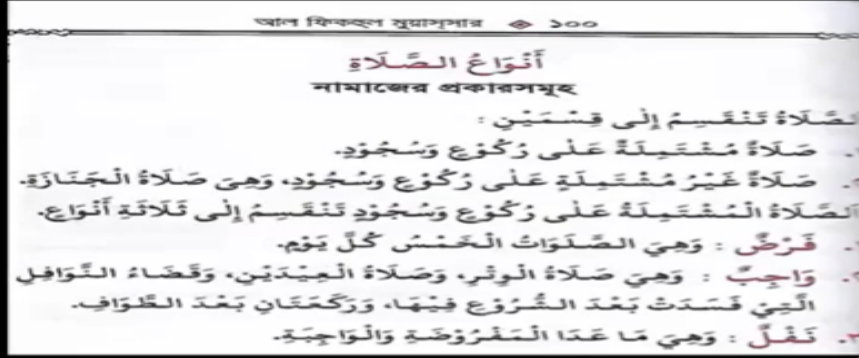
সালাতের অর্থ
ও সালাতের প্রকার

সালাতের সময়

সালাতের ফরয

সালাতের ওয়াজিব

২. সালাতের প্রকার



সালাতের প্রকার

রুকু-সেজদা বিশিষ্ট

রুকু-সেজদা বিহীন

১. ফরজ; প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত

২. ওয়াজিব; বিতির, দুই ঈদের, নফলের কাযা, তওয়াফের পর দু রাকাত-র সালাত

৩. নফল; ১-২ ব্যতীত সকল সালাতই নফল

জানাযার সালাত

সময় (ওয়াক্ত)

১. সালাতের নিষিদ্ধ ওয়াক্ত

২. সালাতের মাকরুহ ওয়াক্ত

৩. সালাতের ওয়াক্ত

৪. সালাতের মুস্তাহাব ওয়াক্ত

সালাতের ফরয

সালাত শুরু করার **পূর্বে**

সালাত শুরু করার **পর**

সালাতের
শর্ত

৬.

তাকবীরে
তাহরীমা

১.

তাহারাত

৫.

নিয়ত

২.

সতর

৪.

ওয়াক্ত

৩.

কেবলা

১.
কিয়াম

সালাতের
রুকন

৫.

তাশাহুদ-
পরিমান
শেষ বৈঠক

২.

ক্বেরাতাত

৪.

সেজদা

৩.

রুকু

শর্ত এবং রুকন রিলেটেড বিস্তারিত আহকাম

(১) পবিত্রতা: নামায আদায়কারীর **শরীর**, **পোষাক** ও যে **স্থানে** নামায আদায় করবে ঐ স্থান যে কোন ধরণের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া আবশ্যিক।

(সূরা মুদ্দাসির ৪ মারাকিউল ফালাহ, ২০৭ পৃষ্ঠা)

(২) সতর ঢাকা:

- পুরুষের জন্য নাভীর থেকে উভয় হাঁটু সহ ঢেকে রাখা আবশ্যিক।
- আর মহিলাদের জন্য ৩টি অঙ্গ যথা সম্পূর্ণ **চেহারা**, উভয় **হাতের তালু** এবং উভয় **পায়ের তালু** ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা আবশ্যিক।
- অবশ্য যদি উভয় হাত (কবজি পর্যন্ত) ও উভয় পা (গোড়ালী পর্যন্ত) সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় তাহলেও একটি গহনযোগ্য মতানুযায়ী নামায শুদ্ধ হবে। (সূরা আরাফ ৩১) দূররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুহতার: ২/৯৩)
- যদি পরিহিত কাপড় এমন পাতলা হয়, যা দ্বারা শরীরের ঐ অঙ্গ যা নামাযে ঢেকে রাখা ফরয, দৃষ্টিগোচর হয় অথবা কাপড়ের বাহির থেকে চামড়ার রং প্রকাশ পায় তাহলে নামায হবে না। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১/৫৮)
- বর্তমানে পাতলা কাপড়ের প্রচলন বেড়েই চলেছে। এমন পাতলা কাপড়ের পায়জামা পরিধান করা, যাতে উরু অথবা সতরের কোন অংশ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, তবে নামায হবে না। এমন পোষাক পরিধান করা নামাযের বাইরেও হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ৪২ পৃষ্ঠা)
- মোটা কাপড়, যা দ্বারা শরীরের রং প্রকাশ পায় না কিন্তু শরীরের সাথে এমনভাবে লেগে থাকে যে, দেখলে শরীরের অবকাঠামো স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, এমন কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করলে যদিও হয়ে যাবে তবে ঐ ধরণের পোষাক পরিহিত অবস্থায় প্রকাশ পাওয়া অঙ্গ সমূহের দিকে তাকানো অপরের জন্য জায়েয নেই। (রদ্দুল মুহতার, ২/১০৩) এমন পোষাক মানুষের সামনে পরিধান করা নিষিদ্ধ। মহিলাদের জন্য তো একেবারেই নিষিদ্ধ। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪২ পৃষ্ঠা)
- কোন কোন মহিলা নামাযে খুব পাতলা চাদর পরিধান করে, যাতে চুলের কালো রং প্রকাশ পেয়ে যায় অথবা এমন পোষাক পরিধান করে যাতে শরীরের রং বুঝা যায়, এমন পোষাকেও নামায হবে না।

(৩) **কিবলামুখী হওয়া:** অর্থাৎ নামাযের মধ্যে কিবলা অর্থাৎ কা'বা শরীফের দিকে মুখ করা। (সূরা বাক্বারা ১৪৪)

- নামাযী যদি শরয়ী অপারগতা ছাড়া ইচ্ছাকৃত ভাবে কিবলার দিক থেকে বুককে ফিরিয়ে নেয় যদিও তৎক্ষণাৎ কিবলার দিকে ফিরে যায় তবুও নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ফিরে যায় ও তিনবার **اللَّهُ سُبْحَانَ** বলার পরিমাণ সময়ের পূর্বেই কিবলার দিকে ফিরে আসে তবে তার নামায ভঙ্গ হবে না। (আল বাহরুর রাইক, ১/৪৯৭ পৃষ্ঠা)
- যদি কিবলার দিক থেকে শুধু মুখ ফিরে যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে আনা ওয়াজীব, এতে নামায ভঙ্গ হবে না। কিন্তু বিনা কারণে এরূপ করা মাকরুহে তাহরীমী। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২২২)
- যদি এমন কোন স্থানে পৌঁছে থাকেন যেখানে কিবলা কোন দিকে তা জানার কোন মাধ'ম না থাকে, অথবা এমন মুসলমানও পাওয়া যাচ্ছে না, যার নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া যেতে পারে, তবে 'তাহাররী' অর্থাৎ চিন্তাভাবনা করে কিবলা ঠিক করতে হবে, যেদিকে কিবলা হওয়ার খতি মনের ধারণা ব'মূল হয়, সেদিকেই মুখ করে নামায আদায় করতে হবে। আপনার জন' ঐ দিকটাই কিবলা। (ফতহুল কদীর, ১/২৩৬)
- 'তাহাররী' বা চিন্তাভাবনা করে নামায আদায় করার পর জানা গেলো যে, কিবলার দিকে নামায আদায় করা হয়নি। তারপরও নামায হয়ে যাবে, পুনরায় আদায়ের প্রয়োজন নেই। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১/৬৪)
- এক ব্যক্তি 'তাহাররী' বা চিন্তাভাবনা করে নামায পড়ছে, অন্য এক ব্যক্তিও তার দেখাদেখি ঐ দিকে মুখ করে নামায আদায় করলো। এমতাবস্থায় শেষোক্ত ব্যক্তির নামায হয়নি। কারণ ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির খতিও চিন্তাভাবনা করে দিক নির্ধারণ করার নির্দেশ রয়েছে। (রদ্দুল মুহতার, ২/১৪৩)

(৪) **ওয়াক্ত:** অর্থাৎ যে ওয়াক্তের নামায আদায় করবেন ঐ নামাযের সময় হওয়া আবশ্যিক। যেমন- আজকের আসরের নামায আদায় করতে হলে আসরের সময় আরম্ভ হওয়া আবশ্যিক। যদি আসরের সময় হওয়ার পূর্বেই নামায আদায় করে নেন তবে নামায হবে না। (সূরা নিসা ১০৩ নং আয়াত)

- সাধারণতঃ বর্তমানে মসজিদ গুলোতে নামাযের সময়সীমা নির্ধারক ক্যালেন্ডার টাঙ্গানো হয়ে থাকে। সেগুলোর মধ্যে যেগুলো নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক সত্যায়িত করা হয়েছে সেগুলো দ্বারা নামাযের সময়সীমা জেনে নেয়া অধিক সহজতর।

(৫) নিয়্যত: নিয়্যত অন্তরের পাকাপোক্ত ইচ্ছাকে বলা হয়। (সহীহ বুখারী হাদীস নং ১) (তাহতাবীর পাদটিকা, ২১৫)

- মুখে নিয়্যাত করা আবশ্যিক নয়। অবশ্য অন্তরে নিয়্যাত রেখে মুখে বলে নেয়া উত্তম। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১/৬৫) আরবীতে বলাও জরুরী নয়, বাংলা, উর্দু ইত্যাদি যে কোন ভাষায় বলা যায়। (রদ্দুল মুহতার ২/১১৩)
- মুখে নিয়্যাত বলাটা বিবেচ্য নয়। অর্থাৎ যদি অন্তরে যোহরের নামাযের নিয়্যাত থাকে আর মুখে আসর উচ্চারিত হয়ে যায় তবে এমতাবস্থায় যোহরের নামায হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার ২/১১২)
- নিয়্যতের নিম্নতম স্তর হচ্ছে এটাই, যদি তখন কেউ জিজ্ঞাসা করে: “কোন নামায আদায় করেছেন?” তাহলে বলে দেওয়া। আর যদি অবস্থা এমনি হয় যে, চিন্তা ভাবনা করে বলে, তাহলে নামায হবে না। (ফাতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১/৬৫) তৎক্ষণাৎ
- ফরয নামাযের মধ্যে ফরযের নিয়্যত করা আবশ্যিক। যেমন- অন্তরে এ নিয়্যাত থাকবে যে, আজকের যোহরের ফরয নামায আদায় করছি। (রদ্দুল মুহতার, ২/১১৬)
- বিতর (অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ) মত হচ্ছে, নফল, সুন্নাত ও তারাবীতে শুধু নামাযের নিয়্যতই যথেষ্ট।
- মুজাদীর জন্য ইকদিতা করার সময় এভাবে নিয়্যত করাও জায়েজ আছে যে, “যেই নামায ইমামের, সেই নামায আমারও।” (আলমগিরী, ১/৬৬)
- জানাযার নামাযের নিয়্যত হচ্ছে, “নামায আব্দুল্লাহ তাআলার জন্য আর দোয়া এই মৃত ব্যক্তির জন্য।” (রদ্দুল মুহতার ২/১২৬)
- ওয়াজীব নামাযে ওয়াজীবের নিয়্যত করা আবশ্যিক আর সেটাকে নির্দিষ্টও করবেন যেমন- ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, মান্নতের নামায, তাওয়াফের পর নামায (ওয়াজীব তাওয়াফ), অথবা ঐ নফল নামায যেটাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ‘ফাসিদ’ (ভঙ্গ) করা হয়েছে, সেটার কাযা করাও ওয়াজীব হয়ে যায়। (তাহতাবী ২২২)
- ‘সিজদায়ে শোকর’ যদিও নফল তবে এর মধ্যেও নিয়্যত করা আবশ্যিক যেমন- অন্তরে এই নিয়্যত থাকবে যে, আমি সিজদায়ে শোকর আদায় করছি। (রদ্দুল মুহতার ২/১২০)
- সিজদায়ে সাহতেও “নাহরুল ফাইকু” ধণেতার মতে, নিয়্যাত আবশ্যিক। অর্থাৎ এ সময় অন্তরে এই নিয়্যত থাকতে হবে যে, আমি সিজদায়ে সাহ আদায় করছি। (রদ্দুল মুহতার ২/১২০)

(৬) তাকবীরে তাহরীমা: অর্থাৎ নামাযকে “اللَّهُ أَكْبَرُ” বলে শুরু করা আবশ্যিক। (তিরমিযী হাদীস নং ২৩৮) (আলমগিরী, ১/৬৮)

- "তাকবীরে তাহরীমার প্রতিটি হরফ মুসল্লি দাঁড়ানো অবস্থায় উচ্চারণ করা ওয়াজিবা যদি কোন একটি হরফ দাঁড়ানো অবস্থায় উচ্চারিত না হয় তাহলে তার নামায ফরয নামায হিসেবে সংঘটিত হবে না।" (ইমাম নববী (রহঃ) "আল-মাজমু" গ্রন্থে (৩/২৯৬)
- সুতরাং বসা অবস্থায় কিংবা নুয়ে পড়া অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বললে সেটা আদায় হবে না। এখানে দাঁড়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য হবে— যা হুকমি দাঁড়ানো (যা দাঁড়ানোর স্থলাভিষিক্ত) কেও অন্তর্ভুক্ত করে; যাতে করে কোন ওজরের কারণে বসে বসে ফরয নামায আদায়কারীর বসাও এর মধ্যে शामिल হয়ে যায়।"
- ইমামকে রুক,তে পেল, আর সে তাকবীরে তাহরীমা বলতে বলতে রুক,তে গেলো অর্থাৎ তাকবীর এমন সময় শেষ হলো যে, হাত বাড়ালে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, এমতাবস্থায় তার নামায হবে না। (খুলাসাতুল ফাতোওয়া, ১/৮৩) (অর্থাৎ এ সময় ইমামকে রুকুতে পাওয়া অবস্থায় নিয়মানুযায়ী প্রথমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলে নিন এরপর “اللَّهُ أَكْبَرُ” বলে রুক, করুন। ইমামের সাথে যদি সামান্যতম মুহূর্তের জন্যও রুক,তে অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে আপনার রাকাত মিলে গেলো আর যদি আপনি রুক,তে যাওয়ার পর্বেই ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে যান তবে রাকাত পাওয়া হলো না।
- মুক্তাদী “তাকবীরে তাহরীমা” এর শব্দ “اللَّهُ” ইমামের সাথে বললো, কিন্তু “أَكْبَرُ” ইমামের প,র্বে শেষ করে নিলো তবে তার নামায হবে না। (আলমগিরী, ১/৬৮)
- যে ব্যক্তি তাকবীর উচ্চারণে সক্ষম নয় যেমন- বোবা বা অন্য যে কোন কারণে যার বাকশক্তি বন্ধ হয়ে গেছে, তার জন্য মুখে তাকবীর উচ্চারণ করা আবশ্যিক নয়, তার অন্তরের ইচ্ছাই যথেষ্ট। (তাবঈনুল হাকাইক, ১/১০৯)
- اللَّهُ শব্দকে اللَّهُ অর্থাৎ আলিফকে টেনে বা أَكْبَرُকে أَكْبَرُ অর্থাৎ আলিফকে টেনে বা أَكْبَرُকে أَكْبَرُ অর্থাৎ বকে টেনে পড়লো তবে নামায হবে না বরং যদি এগুলোর ভুল অর্থ জেনে বুঝা বলে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার ২/১৭৭) নামাযীর সংখ বেশি হওয়া অবস্থায় পিছনে আওয়াজ পৌঁছানোর জন্য যেসব মুকাবিবরণ তাকবীর বলে থাকেন, সেসব মুকাবিবরদের অধিকাংশই জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আজকাল أَكْبَرُকে أَكْبَرُ অর্থাৎ বকে দীর্ঘ টান দিয়ে বলতে শুনা যায়। এর ফলে তাদের নিজের নামাযও ভঙ্গ হয়ে যায় এবং তার আওয়াজে সে সব লোক নামাযের রুকন আদায় করে (অর্থাৎ কিয়াম থেকে রুক,তে যায়, রুক, থেকে সিজদাতে যায় ইত্যাদি) তাদের নামাযও ভঙ্গ হয়ে যায়। এ জন্য না শিখে কখনো মুকাবিবর হওয়া উচিত নয়।
- প্রথম রাকাতের রুক, পাওয়া গেলো, তাহলে ‘তাকবীরে উলা’ বা প্রথম তাকবীরের সাওয়াব পেয়ে গেলো ধৃতব্য হবে। (আলমগিরী, ১/৬৯)

সালাতের রুকন

(১) কিয়াম করা বা দাঁড়ানো: (তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফায়ত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে সূরা বাক্বারা ২৩৮)

কিয়াম রিলেটেড উদগত মাসআলা

- ❑ **ফরয, বিতর, দুই ঈদ এবং ফযরের সূনাতে দাঁড়ানো ফরযা** যদি সঠিক কারণ (ওজর) ব্যতীত কেউ এসব নামায বসে বসে আদায় করে, তবে তার নামায হবে না। (দুররে মুখতার, ২/১৬৩)
- ❑ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নফল নামায বসে আদায় করতে পারবে, তবে দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তমা যেমনিভাবে- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসূল সা. ইরশাদ করেন: “বসে নামায আদায়কারী দাঁড়িয়ে আদায়কারীর অর্ধেক (অর্থাৎ অর্ধেক সাওয়াব পাবে)। (সহীহ মুসলিম, ১/২৫৩ পৃষ্ঠা) অবশ্য অসুবিধার (অক্ষমতার) কারণে বসে পড়লে সাওয়াবে কম হবে না। বর্তমানে সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে, নফল নামায বসে পড়ার প্রথা চালু হয়ে গেছে। বাহ্যিকভাবে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত বসে নামায আদায় করাকে উত্তম মনে করছে। এমন অনুমান করা একেবারে ভুল। বিতরের পর যে দুই রাকাত নফল পড়া হয় উহারও একই হুকুম যে, দাঁড়িয়ে পড়াটা উত্তমা
- ❑ কিয়ামের নিম্নতম সীমা হচ্ছে যে, হাত বাড়ালে হাত যেন হাঁটু পর্যন্ত না পৌঁছে আর পূর্ণাঙ্গ কিয়াম হচ্ছে সোজা হয়ে দাঁড়ানো (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২/১৬৩)
- ❑ ততটুকু সময় পর্যন্ত কিয়াম করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কিরাত পাঠ করা হবে। যতটুকু পরিমাণ কিরাত পড়া ফরয ততটুকু পরিমাণ দাঁড়ানোও ফরয। যতটুকু পরিমাণ ওয়াজীব ততটুকু পরিমাণ কিরাত ওয়াজীব এবং যতটুকু পরিমাণ কিরাত সূনাতে ততটুকু পরিমাণ দাঁড়ান সূনাতে। (দুররে মুখতার ২/১৬৩)
- ❑ দাঁড়াতে শুধু একটু কষ্টবোধ হওয়া কোন ওযরের মধ্যে পড়ে না বরং **কিয়াম ঐ সময় রহিত হবে যখন মোটেই দাঁড়াতে পারে না** অথবা **দাঁড়ানোর ফলে বা সিজদা করার কারণে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়** অথবা **দাঁড়ানোর ফলে প্রস্রাবের ফোটা চলে আসে** অথবা **এক চতুর্থাংশ সতর খুলে যায় কিংবা কিরাত পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে অক্ষম হয়।** এমনি দাঁড়াতে পারে কিন্তু তাতে রোগ বৃদ্ধি পায় বা দেহীতে সুস্থ হয় বা অসহ্য কষ্ট অনুভব হয় তাহলে এ সকল অবস্থায় বসে পড়ার অনুমতি রয়েছে।
- ❑ যদি লাঠি দ্বারা খাদিমের সাহায্যে বা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয় তবে এ অবস্থায়ও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা ফরয।
- ❑ যদি শুধুমাত্র এতটুকু দাঁড়াতে পারে যে, কোন মতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলতে পারবে তবে তার জন্য ফরয হচ্ছে দাঁড়িয়ে “اللَّهُ أَكْبَرُ” বলা। এরপর যদি দাঁড়ানো সম্ভব না হয় তাহলে বসে বসে নামায আদায় করতে পারবে।
- ❑ **উল্লেখ্য.** অনেক মসজিদে বসে নামায আদায় করার জন্য চেয়ারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক বৃদ্ধলোক দেখা গেছে এতে বসে ফরয নামায আদায় করে থাকে, অথচ তারা পায়ে হেঁটে মসজিদে এসেছে, নামাযের পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তাও বলে, মনে রাখতে হবে। এমন সব বৃদ্ধ লোক যদি শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত বসে নামায আদায় করে থাকে তবে তাদের নামায হবে না।

(২) কিরাত:

فَأَفْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْفُرْعَانِ

অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়া (সূরা মুযাম্মিল, আয়াতঃ ২০)

কিরাত রিলেটেড উদগত মাসআলা

- ❑ কিরাত হলো, সমস্ত অক্ষরসমূহ তার মাখরাজ (উচ্চারণের স্থান থেকে) আদায় করার নাম, যেন প্রত্যেক অক্ষর অন্য অক্ষর থেকে পৃথকভাবে বুঝা যায় ও উচ্চারণও বিশুদ্ধ হয়। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)
- ❑ কেরাতের ক্ষেত্রে ইমাম আযম রহ.-এত মতে এক আয়াত এবং সাহেবাইনের মতে সূরা কাউছারের সমান ছোট তিন আয়াত, অথবা ছোট তিন আয়াতের সমান বড় এক আয়াত পাঠ করা ফরজ (এ অভিমতের উপরই ফাতওয়া)।
- ❑ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে সূরায়ে ফাতেহা পড়াও ফরজ। তাদের মতে বিসমিল্লাহ ও সূরায়ে ফাতেহার অংশ।
- ❑ শুধুমাত্র বড় এক আয়াত পাঠ করা ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে ফরয, আর বিতর, সুন্নাত ও নফলের প্রত্যেক রাকাতে উপর ফরয। (মারাক্বিউল ফালাহ, ২২৬)
- ❑ ফরয নামাযের কোন রাকাতে কিরাত পড়লো না বা শুধু এক রাকাতে পড়লো তাহলে নামায হবে না (আলমগিরী, ১/৬৯)
- ❑ নীরবে পড়ার ক্ষেত্রে এতটুকু আওয়াজে পড়া আবশ্যিক যে, যেন নিজে শুনতে পায়।
- ❑ যদি অক্ষরগুলো বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেছে, কিন্তু এত নিম্নস্বরে পড়েছে যে, নিজের কানেও শুনেনি অথচ এ সময় কোন অন্তরায় যেমন- হৈ চৈও ছিলো না, আবার কান ভারী (অর্থাৎ বধির)ও নয় তবে তার নামায হলো না। (আলমগিরী, ১/৬৯)
- ❑ যদিও নিজে শুনাটা জরুরী তবে এটার প্রতিও এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যিক যে, নীরবে কিরাত পড়ার নামাযগুলোতে যেন কিরাতের আওয়াজ অন্যজনের কানে না পৌঁছে, অনুরূপভাবে তাসবীহ সমূহ আদায় কালেও এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।
- ❑ নামায ব্যতীত যেসব স্থানে কিছু বলা বা পড়াটা নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানেও এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য যে, কমপক্ষে এমন আওয়াজ হয় যেন নিজে শুনতে পায়। যেমন- তালাক দেয়া, জন্তু যাবেহ করার জন্য আল্লাহতাআলার নাম নেয়া। এসব ক্ষেত্রে এতটুকু আওয়াজ আবশ্যিক যেন নিজের কানে শুনতে পায়। (আলমগিরী, ১/৬৯) দরুদ শরীফ ইত্যাদি দুআ সমূহ পড়ার ক্ষেত্রে কমপক্ষে এতটুকু আওয়াজ হওয়া উচিত যেন নিজে শুনতে পায়, তবেই পাঠ করা হিসেবে গণ্য হবে।
- ❑ হানাফী ফিক্বহ অনুসারে মুক্তাদি ইমামের পিছনে নামাযে কিরাত পড়বেনা। না সূরায়ে ফাতিহা, না অন্য আয়াত, না নীরবে কিরাতের নামাযে, না উঁচু আওয়াজের কিরাতের নামাযে ইমামের কিরাতই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। (সূরা আরাফ ২০৪/সহীহ মুসলিম হাদীস নং-৪০৪/আবু দাউদ হা.৯৭৩) (তিরমীযী ৩১৩) (মারাক্বিউল ফালাহ, ২২৭)

(৩) রুকু

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

অর্থঃ আর তোমরা সলাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। (সূরা বাকারাঃ৪৩)

এতটুকু ঝুঁকা যাতে হাত বাড়ালে হাত উভয় হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এটা রুকুর নিম্নতম পর্যায়। (রাদ্দুল মুহতার, ২/১৬৬) আর পূর্ণাঙ্গ রুকু, হচ্ছে পিঠকে সমান করে সোজাসুজি বিছিয়ে দেয়া।
রাসূল সা. ইরশাদ করেন: “আল্লাহ তাআলা বান্দার ঐ নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যাতে রুকু, ও সিজদা সম,হের মাঝখানে পিঠ সোজা করা হয় না।” (মুসনাদে আহমদ ৩/হাদীস-১০৮০৩)

(৪) সিজদা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে। (সূরা হজ্জঃ৭৭)

- ❑ রাসূল সা. ইরশাদ করেন: “আমাকে হুকুম করা হয়েছে সাতটি হাঁড় দ্বারা সিজদা করার জন্য। ঐ সাতটি হাড় হলো মুখ (কপাল) ও উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের পাঞ্জা আরও হুকুম হয়েছে যে, কাপড় ও চুল যেন সংকুচিত না করি।” (সহীহ মুসলিম, ১/১৯৩)
- ❑ প্রত্যেক রাকাতে দুইবার সিজদা করা ফরয। (দুররে মুখতার, ২/১৬৭ পৃষ্ঠা)
- ❑ সিজদাতে কপাল জমিনের উপর ভালভাবে স্থাপন করা আবশ্যিক। ভালভাবে স্থাপনের অর্থ হচ্ছে; জমিনের কাঠিন্যতা ভালভাবে অনুভূত হওয়া। যদি কেউ এভাবে সিজদা করে যে, কপাল ভালভাবে জমিনে স্থাপিত হয়নি তাহলে তার সিজদা হয়নি। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)
- ❑ কেউ কোন নরম বস্তু যেমন ঘাস (বাগানের সতেজ ঘাস) তুলা অথবা কাপেট ইত্যাদির উপর সিজদা করলো, যদি এমতাবস্থায় কপাল ভালভাবে স্থাপিত হয় অর্থাৎ কপালকে এতটুকু চাপ দিলো যে, এরপর আর চাপা যায় না, তাহলে তার সিজদা হয়ে যাবে, অন্যথায় হবে না। (তাবঈনুল হাকাইক, ১/১১৭)

(৫) কা'দায়ে আখিরা (বা শেষ বৈঠক):

ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمِئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ قُمْ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ

অর্থ, “অতঃপর ধীর স্থিরভাবে উঠে বসবে। পরে উঠে দাঁড়াবে। এইরূপ করতে পারলে তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে।

অর্থাৎ নামাযের রাকাত সমূহ সম্পূর্ণ করার পর সম্পূর্ণ তাশাহুদ অর্থাৎ (আততাহিয়াত) পর্যন্ত পড়তে যত সময় লাগে এতক্ষণ পর্যন্ত বসা ফরয। (আলমগিরী ১/৭০)

বি.দ্র. চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযে চতুর্থ রাকআতের পর কেউ ভুলে কা'দা উখরা করলো না, তাহলে পঞ্চম রাকাতের সিজদা না করা পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে যখনই মনে পড়বে তৎক্ষণাৎ বসে যাবে।

□ আর যদি পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে ফেলে অথবা ফজরের নামাযে দ্বিতীয় রাকাতে বসলো না তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে নিলো কিংবা মাগরিবে তৃতীয় রাকাতে না বসে চতুর্থ রাকাতের সিজদা করে নিলো, তবে এসব অবস্থায় ফরয বাতিল হয়ে যাবে। মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য নামাযে আরো এক রাকাত মিলিয়ে নামায শেষ করবেনা।

৭. নামাজের প্রতিটি রোকনের তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা ফরজ।

এক রাকআতে যেসব রোকন একাধিকবার আদায় করতে হয় না

এক রাকআতে যেসব রোকন একাধিকবার আদায় করতে হয় না

রোকনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ফরজ।

রোকনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব

যেমন: প্রথমে কিয়াম তারপর রুকু, তারপর সেজদা, তারপর শেষ বৈঠক, এভাবে নামাজ আদায় করা।

যেমন: সেজদা, এক সেজদার পর আরেক সেজদা না করে স্কিপ করলো ; নিক্লট রাকআতে তিন সেজদা করে এবং সর্বশেষে সেজদায়ে সাহু করে নেয়া তাহলে তার নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কিয়ামের আগে নামাজই হবে না।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

ওয়াজিব অর্থ হলো আবাস্যিক। নামাযের মধ্যে কিছু বিষয় আছে অবশ্য করণীয়। তবে তা ফরজ নয়, আবার সুন্নাতও নয়। যা ভুলক্রমে ছুটে গেলে সিজদায়ে সাছ দিতে হয়। আর ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। রুকন এর পরেই ওয়াজিব এর স্থান, যা আবাস্যিক। যা ইচ্ছাকৃতভাবে তরক (বাদ) করলে নামায বাতিল হয়ে যায় এবং ভুলক্রমে ত্যাগ করলে ‘সিজদায়ে সাছ’ দিতে হয়।

১. সূরা ফাতিহা পাঠ করা- ফরয নামাযের প্রথম দু’রাক‘আতে এবং সকল প্রকার নামাযের প্রত্যেক রাক‘আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল সব ধরনের নামাযের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। এটাই ইমাম আবু হানিফা (রহতুল্লাহ আলাইহ) এর অভিমত। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহমতুল্লাহ আলাইহ) এটাকে ফরয হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

২. সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো- ফরয নামায সমূহের প্রথম দু’রাক‘আতে সূরা ফাতিহার সাথে যেকোনো সূরা বা আয়াত মিলিয়ে পড়া কমপক্ষে বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পাঠ করা আবাস্যিক।

৩. সূরা ফাতিহাকে অন্য সূরার আগে পড়া। (তিরমিযি, হাদীস নং-২৪৬/ ত্বাহাবী, হাদীস নং-১১৭২)

৪. ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাক‘আতকে কিরাতে’র জন্য নির্ধারিত করা। (বুখারী, হা নং ৭৭৬/ মুসলিম, হাদীস নং-৪৫১)

৫. আতাহিয়্যাতু পাঠ করা- নামাযের উভয় বৈঠকে আতাহিয়্যাতু পাঠ করা ওয়াজিব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, তুমি আতাহিয়্যাতু পড়। সুতরাং আলোচ্য হাদীসটিই প্রথম ও শেষ বৈঠকে আতাহিয়্যাতু পাঠ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করে।

৬. প্রকাশ্য কিরা‘আত পাঠ করা- যে সকল নামাযে প্রকাশ্য বা উচ্চঃস্বরে কিরা‘আত পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে সেগুলোতে প্রকাশ্য কিরা‘আত পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন- ফজর, মাগরিব, ইশা, জুমু‘আ’ দু‘ঈদের নামায ও তারাযীর নামায। অবশ্য একাকী আদায় করলে কিরা‘আত উচ্চঃস্বরে পাঠ করা আবাস্যিক নয়।

৭. চুপিসারে কিরা‘আত পাঠ করা- যেমন নামাযে চুপে চুপে কিরা‘আত পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে সেসব নামাযে নীরবে বা চুপে চুপে কিরা‘আত পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন- যোহর ও আসরের নামায।

৮. দু'আ কুনুত পাঠ করা- বেতরের নামাযে তৃতীয় রাক'আতে কিরাআতের পর দু'আ কুনুত পাঠ করা ওয়াজিবা
৯. ঈদের নামাযে তাকবীর- দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর বলা ওয়াজিবা
১০. সালাম বলা- নামায শেষে “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” বলে নামায শেষ করা। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাই এর মতে এটি ফরজ।
১১. প্রথম বৈঠক- চার রাক'আত ও তিন রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে দু রাক'আত শেষ করে আত্তাহিয়্যা তু পাঠ করতে যতটুকু সময় লাগে, সে পরিমাণ সময় পর্যন্ত বসে থাকা ওয়াজিবা
১২. তা'দীলে আরকান বা ধীরস্থিরভাবে নামায আদায় করা- নামাযের সব কাজ ধীরে-সুস্থে করতে হবে। যেমন রুকু' ও সিজদা নিশ্চিত ও প্রশান্ত মনে তাড়াহুড়া না করে ভালোভাবে আস্তে আস্তে আদায় করা ওয়াজিবা
১৩. রুকু'থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো- অর্থাৎ রুকু' শেষে সিজদা করার পূর্বে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
১৪. সিজদা থেকে সোজা হয়ে বসা- দু' সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ওয়াজিবা
১৫. তারতীব ঠিক রাখা- প্রত্যেক রাক'আতের তারতীব বা ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা অর্থাৎ আগের কাজ পেছনে এবং পেছনের কাজ আগে না করা।